নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (Normative Approach)

ভূমিকা (Introduction)

মতবিরোধ

রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা ও বিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি কোন্‌টি, তা নিয়ে **যথেষ্ট মতবিরোধ** রয়েছে। এই মতবিরোধ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে-আসা নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি** বলে চিহ্নিত করে তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অপরদিকে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক প্রবক্তারা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত **অভিযোগ অস্বীকার** করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির **যৌক্তিকতা প্রমাণ** করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে এই দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (Normative Approach)

অর্থ (Meaning)

নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়

ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতির মধ্যে যখন প্রকৃত বা বাস্তব ঘটনার বর্ণনার পরিবর্তে **নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ** করে, তখন তাকে **নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি** বলে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ভারনন ভ্যান ডাইক** (Vernon Van Dyke) বলেছেন যে, নীতিমানবাচক বিবৃতিসমূহ 'যা আছে' (What is), তা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে **'যা হওয়া উচিত'** (What ought to be or should be) তা নিয়েই আলোচনা করে। যখন **ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিতের মতো প্রশ্নগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান** করে রাষ্ট্রদার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র, রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিচারবিশ্লেষণ করেন, তখন সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **আদর্শ রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মূল্যমানযুক্ত আলোচনায় আত্মনিয়োগ** করেন। এরূপ আলোচনায় মন্দ অপেক্ষা ভালো, অনুচিত অপেক্ষা উচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত অপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত প্রভৃতি কাম্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Nature and Characteristics)

সুদীর্ঘকাল ধরে চলে-আসা নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি **গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য** রয়েছে। এগুলি হল :

মূল্যমানযুক্ত আলোচনা

[১] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতির মধ্যে প্রকৃত **বা বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।** এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ভারনন ভ্যান ডাইক** বলেছেন যে, নীতিমানবাচক বিবৃতিসমূহ 'যা আছে' (What is), তা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে **'যা হওয়া উচিত'** (What ought to be or should be) তা নিয়েই আলোচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি **ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিতের মতো প্রশ্নগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান** করে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিচারবিশ্লেষণ করে থাকে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **আদর্শ রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই** মূল্যমানযুক্ত আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌ল যথাক্রমে **আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বিপ্লবের কারণ** ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। সমকালীন গ্রিক নগররাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা ও ক্ষয়িষ্ণু রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে কতকগুলি **শাশ্বত মূল্যবোধ বর্তমান** থাকবে। অনুরূপভাবে, বিশ শতকে **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা** ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে মূল্যবোধযুক্ত রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি

অব্যাহত থাকে। কারণ, তখন এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য ছিল **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তির** একটি **যুক্তিসংগত পুণর্গঠন**। একনকি, সাম্প্রতিককালে নয়া উদারনীতিবাদের অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা **হায়েকের** ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ, **ম্যাকফারসনের** সৃজনশীল স্বাধীনতার ধারণা ও **রলসের** ন্যায়তত্ত্ব-ও যথেষ্ট পরিমাণে নীতিমানবাচক।

বিষয়ীগত প্রকৃতি

[২] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হল **প্রকৃতিগতভাবে বিষয়ীগত** (objective)। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **টি. ডি. ওয়েলডন** তাঁর **ভোকাবুলারি অব্ পলিটিক্স** (Vocabulary of Politics) নামক গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক দর্শন হল **'একটি পছন্দের ব্যাপার'** (a matter of taste)। তাই একজন কেবল তার পছন্দ জানাতে পারে; কিন্তু তা নিয়ে কোনোরকম যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে চায় না।

অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ

[৩] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার জন্য যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তা **অবরোহী পদ্ধতি** (deductive method) নামে পরিচিত। এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা **একটি পূর্বানুমানের** ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেন। উদাহরণ হিসেবে **প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্র'** (Ideal State)-**সংক্রান্ত তত্ত্বের** কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণি, যোদ্ধৃশ্রেণি ও উৎপাদক বা কারিগরশ্রেণি সহাবস্থান করবে বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। এই তিনটি শ্রেণি একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ শ্রেণিগত কর্ম সম্পাদন করলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে তিনি বিশ্বাস করতেন।

নির্দেশাত্মক ও সমালোচনাধর্মী বর্ণনামূলক প্রকৃতি

[৪] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তা **প্রকৃতিগতভাবে নির্দেশাত্মক** (prescriptive)। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **সেইসব নিয়ম বা সূত্র** নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন, যেগুলি সাধারণত মনুষ্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রযুক্ত হয় এবং **যেগুলি পরিবর্তনযোগ্য**। উদাহরণ হিসেবে **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও জনশৃঙ্খলা** (Public order)-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওইসব নিয়ম বা সূত্র নৈতিক দিক থেকে ঠিক, না ভুল তা বিচারবিবেচনা করে দেখার পর যে-কোনো ব্যক্তি সে সম্পর্কে সঠিক **পথনির্দেশ** (prescription) করতে কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে **যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ** করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে **প্রথমে বর্ণনা প্রদান** করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পথনির্দেশ করা হয় বলে **ও. পি. গাউবা** (O. P. Gauba) মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি **প্লেটো** ও **অ্যারিস্টট্লের** কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তাঁদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয় বা সমস্যার সমাধানকল্পে পথনির্দেশ করেছিলেন। বস্তুত, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা যে-কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে **মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়ার পরিবর্তে সমালোচনাধর্মী** (critical) **বর্ণনার ওপর গুরুত্ব আরোপের** মাধ্যমে তাঁদের পূর্বানুমানের যাথার্থ্য প্রমাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

[৫] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধ** (higher and lower values)-**এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য** রয়েছে বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **লিও স্ট্রাউজ** (Leo Strauss) অত্যন্ত জোরের সঙ্গে একথা বলেছেন যে, 'মূল্যবোধের সমতা' (equality of values)-এর কথা প্রচার করে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সহজাতভাবেই উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বা মূল্যবোধযুক্ত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা ভালোমন্দ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে ভালোমন্দ জ্ঞানশূন্য মানুষের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনীহা বা নির্লিপ্ততার কথা উল্লেখ করেন। এর ফলে তাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বস্তিজীবনের জয়গান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না বলে **লিও স্ট্রাউজ** তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

সমালোচনা (Criticism)

কিন্তু নীতিমানবাচক পদ্ধতির কতকগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সেগুলিকে কোনোমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার

করা যায় না। এগুলি হল :

অবাস্তব তত্ত্ব

প্রথমত, মানুষের রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা বা বিশ্লেষণ না করে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **কাল্পনিক জীবনের চিত্র অঙ্কন** করেন। ফলে তাঁদের আলোচনা অবাস্তবতার সংকীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারেনি।

অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার সময় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা সাধারণভাবে সযত্নে ইতিহাসকে এড়িয়ে যান। ফলে তাঁদের আলোচনা **অনৈতিহাসিক** বলে সমালোচিত হয়।

ভাব ও আদর্শকে অত্যধিক গুরুত্বদান

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানের জন্য নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা দার্শনিকরা **বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের পরিবর্তে ভাব ও আদর্শের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ** করেন। ফলে ওইসব সমস্যার কোনো বাস্তবসম্মত সমাধানের পথ নির্দেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

পদ্ধতিগত ত্রুটি

চতুর্থত, অভিজ্ঞতাবাদীদের অভিযোগ হল—এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে যেসব তত্ত্ব প্রচার করা হয়, সেগুলি পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার ফলে **এরূপ তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের কোনোরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।** সমালোচকদের মতে, কেবল আরোহী পদ্ধতি অনুসরণ করে যে-তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়, কেবল তা-ই বাস্তব সম্মত তত্ত্ব বলে বিবেচিত হতে পারে।

অবৈজ্ঞানিক প্রকৃতিসম্পন্ন

পঞ্চমত, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য সাবেকি নীতিমানবাচক পদ্ধতি অনুসরণ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের মতে, এরূপ করার জন্য ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা একান্তভাবেই অপরিহার্য। অন্যভাবে বলা যায়, অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি সাধনের জন্য **তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ, সংখ্যায়ন, পর্যালোচনা প্রভৃতির** ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সম্পূর্ণ **অনুপস্থিত** থাকার ফলে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা অসম্ভব বলে সমালোচকরা মনে করেন।

প্রাসঙ্গিকতার অভাব

ষষ্ঠত, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা, বিশেষত আচরণবাদীরা এই অভিযোগ করেন যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে **প্রাসঙ্গিকতার অভাব** বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যথেষ্ট পরিমাণে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলির সম্যক বিচাররিশ্লেষণ ছাড়া কোনো তত্ত্ব বা মতবাদকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা যায় না। নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে তত্ত্ব ও মতবাদ গঠনের চেষ্টা করে বলে সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত বলে কখনোই বিবেচিত হতে পারে না।

গুরুত্ব (Importance)

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মূল ধারা হিসেবে গুরুত্ব

মহান গ্রিক দার্শনিক **প্লেটো** (Plato) **এবং অ্যারিস্টট্‌ল** (Aristotle)**-এর সময় থেকে বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত** রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌ল যথাক্রমে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সমকালীন গ্রিক নগররাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা ও ক্ষয়িষ্ণুরূপ প্রত্যক্ষ করে ওই দুই দার্শনিক যে-আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, তা **বাস্তবানুগ না হলেও তার মধ্যে শাশ্বত মূল্যবোধগুলি বর্তমান** থাকায় সেগুলি সমাজজীবনের অপূর্ণতাগুলিকে দূর করতে সক্ষম হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। অনুরূপভাবে, আঠারো শতকে ফরাসি দার্শনিক রুশো (Rousseau) তাঁর চুক্তি মতবাদে **রাষ্ট্রকে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান** হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তী সময়ে **কান্ট** (Kant), **ফিক্‌টে** (Fichte), **হেগেল** (Hegel), **গ্রিন** (Green), **ব্রাডলে** (Bradley), **বোসাঙ্কে** (Bosanquet), **অ্যাকুইনাস** (Acquinas) প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রকে বিচারবিশ্লেষণ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, **অতীতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি আলোচনার সর্বপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গি** ছিল নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **র‍্যাফায়েল**

(Raphael) বলেছেন যে, সনাতন রাজনৈতিক দর্শন (traditional political philosophy)-কে প্রায়শই নীতিমানবাচক বা মতাদর্শভিত্তিক (ideological) বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ, তা সমাজ ও শাসনব্যবস্থার জন্য কতকগুলি নীতি বা আদর্শগত মান (norms or standards) নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

বিশ ও একুশ শতকে গুরুত্ব

তবে প্লেটোর সময় থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হলেও **আজও তা আদৌ প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি**। কারণ, বিশ শতকে **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা** ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে মূল্যবোধযুক্ত রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া কার্যত অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **অ্যালবার্ট ওয়েল** (Albert Weale) তাঁর **পলিটিক্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি** (Political Theory and Social Policy) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, নীতিমানবাচক পাঠ (normative study)-এর উদ্দেশ্য হল **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তির একটি যুক্তিসংগত পুনর্গঠন** (a rational reconstruction of the ethical foundations of the welfare state)। তাঁর মতে, সামাজিক নীতির নীতিমানবাচক আলোচনা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মূল্য সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নাবলি নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুত, রাজনীতির যে-কোনো প্রশ্ন বা সমস্যাকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করলে মূল্যবোধের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। তাই **র‍্যাফায়েল** মন্তব্য করেছেন যে, সমালোচনামূলক পদ্ধতিকে যে-কোনো বিশ্বাস বা মূল সূত্রের মূল্যায়ন করতে গেলে সেই আলোচনা নীতিমানবাচক হয়ে দাঁড়ায়। আজকের দিনে রাষ্ট্র জনকল্যাণকর কর্মসূচি কেন গ্রহণ করছে, কোন্ পথে অগ্রসর হলে যথাযথভাবে জনকল্যাণ সাধন সম্ভব এবং সেজন্য কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক, তা কেবল একটি সফল নীতিমানবাচক তত্ত্বই বলতে পারে। এমনকি, **সাম্প্রতিককালে এফ. এ. হায়েক** (F.A. Hayek)-**এর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ** (libertarianism), **সি.বি. ম্যাক্‌ফারসন** (C.B Macpherson)-**এর সৃজনশীল স্বাধীনতা** (creative freedom) এবং **জন রলস্** (John Rowls)-**এর ন্যায়তত্ত্ব প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে নীতিমানবাচক**। এমনকি, **অতি-সাম্প্রতিককালের নয়া উদারনীতিবাদীরা** (Neo-liberals)-ও কেবল অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন না, সেই সঙ্গে তাঁরাও নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে থাকেন। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আজ তার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি।

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Empirical Approach)

ভূমিকা (Introduction)

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক অনুসরণ

উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত রাষ্ট্র ও রাজনীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার জন্য প্রধানত যে-দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হত, তা হল নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু **বিশ শতকের প্রথমদিক** থেকে, বিশেষত **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে** গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas), ভি.ও. কী (V.O. Key), ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman), হারবার্ট সাইমন (Herbert Simon), গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (Gabriel A. Almond), ডেভিড ইস্টন (David Easton), হ্যারল্ড লাসওয়েল (Harold Lasswell), সিডনি ভার্বা (Sidney Verba), কার্ল ডয়েস (Karl Deutsch), জি. বি. পাওয়েল (G. B. Powell), রবার্ট ডাল (Robert Dahl) প্রমুখ আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা **সাবেকি নীতিমানবাচক পদ্ধতিকে বাতিল** করে দিয়ে রাজনীতি, রাজনৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারবিশ্লেষণ করার জন্য **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ** করতে থাকেন। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পরিমানে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

অর্থ (Meaning)

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে **রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে** বোঝায়, যা **মূল্যমান নিরপেক্ষভাবে ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি সাধনের** কাজে আত্মনিয়োগ করে। যে-কোনো রাজনৈতিক ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **বিষয়গত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনার কাজে আত্মনিয়োগ** করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল **রাজনীতির একটি অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞান**

(an empirical science of politics) গড়ে তোলা। সেজন্য তাঁরা সম্পূর্ণ মূল্যমান-নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক আচরণকে বস্তুগতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics)

নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি হল অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি **গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য** রয়েছে। এগুলি হল :

মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনা

[১] অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা, বিশেষত আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার সময় নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে **যে-কোনো ঘটনার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের ওপর বিশেষ জোর** দেন। তাঁরা 'যা আছে' (What is), অর্থাৎ 'প্রকৃত অবস্থা' (fact)-কেই বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে, রাজনীতি যদি একটি বিজ্ঞান হয়, তাহলে তার **আলোচনা ও বিশ্লেষণকে অতি অবশ্যই মূল্যমান-নিরপেক্ষ** হতে হবে। যে-কোনো পরিস্থিতি নিয়ে যে-**বিবৃতি** প্রদান করা হবে, তাকে **অবশ্যই পর্যবেক্ষণভিত্তিক** হতে হবে এবং **বারংবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার সত্যতা বা যাথার্থ্য প্রমাণ** করা সম্ভব। অভিজ্ঞতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা মনে করেন যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কখনোই এরূপ করা সম্ভব নয়। তাই নৈতিক নীতি বা আদর্শ (moral principles or ideal) কিংবা কর্তব্যবোধ (sense of duty)-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বাস্তবসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত বিবৃতিই প্রদান করা সম্ভব নয়।

বিষয়গত প্রকৃতি

[২] অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর **বিষয়গত প্রকৃতি** (Objective nature)। তাই স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় প্রভৃতির মতো বিষয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদানকারীদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে **যুক্তি ও প্রতি-যুক্তি** (arguments and counter-arguments)-**র মাধ্যমে বিষয়গত সিদ্ধান্তে উপনীত** হওয়া সম্ভব। এর মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কোনো প্রশ্নই আসে না।

আরোহী পদ্ধতি অনুসরণ

[৩] রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সাবেকি নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণকারী আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা **আরোহী পদ্ধতি** (inductive method) অনুসরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। **তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি সাধণের জন্য তাঁরা তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ, সংখ্যায়ন, পর্যালোচনা প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন**। এইভাবে সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার পক্ষপাতী হওয়ার ফলে কোনো পূর্বানুমানকে অভ্রান্ত বা সত্য বলে মেনে নিতে রাজি নন। এরূপ ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁরা সত্যে উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী।

বর্ণনাকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক

[৪] অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল **প্রকৃতিগতভাবে মূলত বর্ণনাকেন্দ্রিক** (descriptive)। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা সেইসব **নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ** করেন, যেগুলি **মূলত অপরিবর্তনীয়** বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-সংক্রান্ত নিয়ম বা সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ নিয়ম বা সূত্র মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, অর্থাৎ মানুষ নিজের ইচ্ছামতো তার কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ কেবল **এরূপ নিয়ম বা সূত্রকে অবিষ্কার** করতে **এবং তার বর্ণনা প্রদান** করতে পারে। তা ছাড়া, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট **বিষয়টির বর্ণনাকেন্দ্রিক আলোচনার পর** সে বিষয়ে **পথনির্দেশ** করা হয়। উদাহরণ হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি কিংবা স্বাস্থ্য, পরিসেবা ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষার মতো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, নীতিমানবাচক এবং অভিজ্ঞতাবাদী উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রথমে সমস্যা বা বিষয়ের বর্ণনা করার পর সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য পথনির্দেশ করা হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে **একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য** সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই পার্থক্যটি হল—**নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা** যে-কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়ার পরিবর্তে সমালোচনাধর্মী (critical) **বর্ণনার ওপর গুরুত্ব আরোপ** করে তাঁদের **পূর্বানুমানের যাথার্থ্য প্রমাণের** কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা**, অর্থাৎ 'যা আছে', তা নিয়েই আলোচনা করেন বলে তাঁদের আলোচনা মূল্যমান-নিরপেক্ষ অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে।

বিশ্বাসযোগ্যতা ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ

[৫] অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা **নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে** এই যুক্তিতে **সমালোচনা** করেন যে, কোনোকিছু নীতিগতভাবে ভুল, না ঠিক, তা নির্ধারণের কোনো **বিশ্বাসযোগ্য** (reliable) **বা বিজ্ঞানসম্মত** (scientific) **পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করেন না**। এর ফলে তাঁদের আলোচনা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি যতই উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুক না কেন, তা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত নয়। সুতরাং বলা যায়, **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা সচেতনভাবেই উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নিরূপণ করেন না**। কারণ, যে-কোনো ধরনের মূল্যবোধযুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ বিশ্বাসযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না বলেই তাঁরা মনে করেন।

সমালোচনা (Criticism)

[এই অংশের আলোচনার জন্য আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : সমালোচনা শীর্ষক আলোচনা (পৃ ৪২-৪৪) দ্রষ্টব্য। কেবল 'আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি'র পরিবর্তে 'অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' শব্দ দুটি লিখতে হবে।]

গুরুত্ব (Importance)

[এই অংশের আলোচনার জন্য আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা (পৃ ৪৪) দ্রষ্টব্য। কেবল 'আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি'র পরিবর্তে 'অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' শব্দ দুটি লিখতে হবে।]

উপসংহার (Conclusion)

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব বৃদ্ধি

সাধারণভাবে একথা মনে করা হয় যে, বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। তাই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা কেবল ঔচিত্যের প্রশ্নটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাই তাঁদের আলোচনায় **বাস্তবতা উপেক্ষিত** হয় এবং **মূল্যবোধ অনেক বেশি প্রাধান্যলাভ** করে। কিন্তু অ্যালবার্ট ওয়েল (Albert Weale), র‍্যাফায়েল প্রমুখ এই বক্তব্য মেনে নিতে রাজি নন। **ওয়েল** তাঁর **পালিটিক্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি** (*Political Theory and Social Policy*) নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি **বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন—একথা মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই**। তাঁর মতে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হল নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এক সময় নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে রাজনৈতিক দর্শনের যাবতীয় আলোচনা হত। পরবর্তী সময়ে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাবের পর এই দৃষ্টিভঙ্গি যে **বেশ কিছুটা দুর্বল** হয়ে পড়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য (Differences between Normative Approach and Empirical Approach)

পার্থক্যসমূহ

রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হল **নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি** এবং **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি**। রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি হল নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলে অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেসব **গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য** রয়েছে, সেগুলি হল :

মূল্যমানযুক্ত আলোচনা

[১] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতির মধ্যে প্রকৃত বা বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে **নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ** করে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ভারনন ভ্যান ডাইক** বলেছেন যে, নীতিমানবাচক বিবৃতিসমূহ 'যা আছে' (What is), তা নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে **'যা হওয়া উচিত'** (What ought to be or should be) তা নিয়েই আলোচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি **ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিতের মতো প্রশ্নগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব** প্রদান করে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিচারবিশ্লেষণ করে থাকে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা আদর্শ রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মূল্যমানযুক্ত আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মূল্যমান-নিরপেক্ষ আলোচনা

অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা, বিশেষত আচরণবাদী রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরা রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার সময় নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে যে-কোনো **ঘটনার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ** করেন। তাঁরা **'যা আছে' অর্থাৎ 'প্রকৃত অবস্থা'** (fact)-কে বিচারবিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁরা একথা মনে করেন যে, রাজনীতি যদি একটি বিজ্ঞান হয়, তাহলে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণকে অতি অবশ্যই **মূল্যমান নিরপেক্ষ** হতে হবে। কোনোও পরিস্থিতি নিয়ে যে-বিবৃতি প্রদান করা হবে, তা অবশ্যই **পর্যবেক্ষণভিত্তিক** হবে এবং **বারংবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার সত্যতা বা যাথার্থ্য প্রমাণ** করা সম্ভব। অভিজ্ঞতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা মনে করেন যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কখনোই এরূপ করা সম্ভব নয়। কারণ, নৈতিক নীতি বা আদর্শ কিংবা কর্তব্যবোধের ওপর ভিত্তি করে নীতিমানবাচক যে-কোনো বিবৃতিই প্রদান করা হয়।

বিষয়ীগত প্রকৃতি

[২] অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টির প্রবক্তাদের অভিযোগ হল—নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি **প্রকৃতিগতভাবে বিষয়ীগত** (subjective)। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **টি. ডি. ওয়েলডন** তাঁর **ভোকাবুলারি অব্ পলিটিক্স** নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক দর্শন হল 'একটি পছন্দের ব্যাপার' (a matter of taste)। একজন কেবল তার পছন্দ জানাতে পারে; কিন্তু তা নিয়ে কোনোরকম যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে চায় না।

বিষয়গত প্রকৃতি

কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ তা প্রকৃতিগত দিক থেকে **বিষয়গত** (objective)। তাই স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় প্রভৃতির মতো বিষয়ে নানাধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। এইসব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদানকারীদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে **যুক্তি ও প্রতি-যুক্তি** (arguments and counter-arguments)-**র মাধ্যমে বিষয়গত সিদ্ধান্তে** উপনীত হওয়া সম্ভব। এর মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ

[৩] রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার **পদ্ধতিগত দিক থেকে** নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক **পার্থক্য** রয়েছে। প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের অনুসৃত পদ্ধতি হল **অবরোহী পদ্ধতি** (deductive method)। তাই তাঁরা **পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি** করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে থাকেন।

আরোহী পদ্ধতি অনুসরণ

কিন্তু রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার এরূপ সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের পরিবর্তে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণকারী আচরণবাদীরা **আরোহী পদ্ধতি** (inductive method) **অনুসরণের** ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে সংহতি সাধনের জন্য তারা **তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ, সংখ্যায়ন, পর্যালোচনা প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব** দেন। এইভাবে সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করার পক্ষপাতী হওয়ার ফলে কোনো পূর্বানুমানকে অভ্রান্ত বা সত্য বলে মেনে নিতে রাজি নন। এরূপ ক্ষেত্রে **আরোহী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে** তাঁরা **সত্যে উপনীত** হতে চান।

নির্দেশাত্মক ও সমালোচনাধর্মী বর্ণনামূলক

[৪] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হল সাধারণভাবে নির্দেশাত্মক (prescriptive)। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা সেইসব নিয়ম বা সূত্র নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন, যেগুলি সাধারণত **মনুষ্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বা প্রযুক্ত** হয় এবং যেগুলি **পরিবর্তনযোগ্য**। উদাহরণ হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও জনশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওইসব নিয়ম

বা সূত্র নৈতিক দিক থেকে ঠিক, না ভুল তা বিচার-বিবেচনা করে দেখার পর যে-কোনো ব্যক্তি সে সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশ করতে কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে **প্রথমে** কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে **বর্ণনা** প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পথনির্দেশ করা হয় বলে **ও. পি. গাউবা** মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি **প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কথা** উল্লেখ করেছেন। এই দুই প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক তাঁদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয় বা সমস্যার সমাধানকল্পে পথনির্দেশ করেছিলেন।

বর্ণনাকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক

কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রকৃতিগতভাবে **মূলত বর্ণনাকেন্দ্রিক**। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা সেইসব **নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কারের** কাজে আত্মনিয়োগ করেন, যেগুলি **মূলত অপরিবর্তনীয়** বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-সংক্রান্ত নিয়ম বা সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ নিয়ম বা সূত্র মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, অর্থাৎ মানুষ নিজের ইচ্ছামতো তার কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ কেবল এরূপ নিয়ম বা সূত্রকে আবিষ্কার করতে এবং তার বর্ণনা প্রদান করতে পারে। তা ছাড়া, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য **প্রথমে** সংশ্লিষ্ট বিষয়টির **বর্ণনাকেন্দ্রিক আলোচনা** করার পর সে বিষয়ে **পথনির্দেশ** করা হয়। উদাহরণ হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি কিংবা স্বাস্থ্য, পরিসেবা ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষার মতো **সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের** কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমেই সমস্যা বা বিষয়ের বর্ণনা করার পর সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য পথনির্দেশ করা হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে **একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য** চোখে পড়ে। এই পার্থক্যটি হল—নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা যে-কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে **মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়ার পরিবর্তে সমালোচনাধর্মী** (critical) **বর্ণনার ওপর গুরুত্ব আরোপ** করে তাঁদের পূর্বানুমানের যাথার্থ্য প্রমাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা অর্থাৎ **'যা আছে', তা নিয়েই আলোচনা করেন বলে তাঁদের আলোচনা মূল্যমান-নিরপেক্ষ** অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে।

উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

[৫] নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যমানের প্রতি নির্লিপ্ততাকে প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা অজ্ঞতাবশেই উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধ (higher and lower values)-কে সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা এই দু-ধরনের মূল্যবোধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **লিও স্ট্রাউজ** অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, 'মূল্যবোধের সমতা'র কথা প্রচার করে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সহজাতভাবেই উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বা মূল্যবোধযুক্ত বিষয়গুলিকেও উপেক্ষা করেন। উদাহরণ হিসেবে ভালোমন্দ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে ভালোমন্দ জ্ঞানশূন্য মানুষের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনীহা বা নির্লিপ্ততার কথা উল্লেখ করা যায়। এর ফলে তাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে বস্তিজীবনের জয়গান করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না স্ট্রাউজ তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

বিশ্বাসযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ

অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে এই যুক্তিতে সমালোচনা করেন যে, কোনোকিছু নীতিগতভাবে ভুল, না ঠিক, তা নির্ধারণের **কোনো 'বিশ্বাসযোগ্য' বা 'বিজ্ঞানসম্মত'** পদ্ধতি তাঁরা **অনুসরণ করেন না**। এর ফলে তাঁদের আলোচনা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি যতই উচ্চতর ও নিম্নতর মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুক না কেন, তা কখনোই **বিজ্ঞানসম্মত** নয়।

আন্তঃসম্পর্ক

সাম্প্রতিককালে রাজনীতি তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও এই **সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয় যে, নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বহীন** হয়ে পড়েছে। **ও. পি. গউবার** মতে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সাবেকি (traditional) ও সমকালীন (contemporary) দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে

প্রত্যক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে **অ্যারিস্টট্‌লের** বিশ্লেষণ, **মতেঁস্কুর** ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব ও শ্রমিক-শোষণ সম্পর্কে **মার্কসের বিশ্লেষণের মধ্যে অভিজ্ঞতাবাদী বিষয়বস্তুর উপস্থিতি** বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এমনকি, সমকালীন রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহও এর ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ হিসেবে **কার্ল পপার** (Karl Popper)-এর বৃদ্ধিগত পরিবর্তন (incremental change)-এর তত্ত্ব, এ প্রসঙ্গে **এফ. এ. হায়েক** (F. A. Hayek)-এর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব, সি. বি. **ম্যাকফারসন** (C. B. Macpherson)-এর সৃজনশীল স্বাধীনতা ধারণা (concept of creative freedom) এবং **জন রলস** (John Rowls)-এর ন্যায়ের তত্ত্ব (Theory of Justice)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছকে বাঁধা মানদণ্ডের ভিত্তিতে পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব

তা ছাড়া, 'যা আছে', তা নিয়ে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি এবং 'যা হওয়া উচিত', তা নিয়ে নীতিমানবাচক পদ্ধতি আলোচনা করে—এরূপ ছকে বাধা **সিদ্ধান্ত সব সময় সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না**। বস্তুত, এরূপ মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা আদৌ সমীচীন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে এরূপ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। 'ন্যায় বলতে কী বোঝায়?'—এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর হতে পারে, যেমন—'সমান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সমভাবে আচরণ করাই হল ন্যায়' কিংবা 'সকলকেই সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ প্রদানই হল ন্যায়' অথবা 'সমবণ্টনের নীতি থেকে সরে গিয়ে এমন নীতি অনুসরণ করা, যার মাধ্যমে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা লাভকারীরা অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই হল ন্যায়'। **ন্যায়ের এইসব সংজ্ঞার প্রতিটিই মূল্যবোধযুক্ত**, অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে কোনো-না-কোনো ধরনের মূল্যবোধ লক্ষ করা যায়। এগুলির কোনোটিই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়।

কোনোও বিবৃতির বিষয়বস্তুর ওপর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি নির্ভরশীল

আবার, **কোনোও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔচিত্য বা অনৌচিত্যের কথা বলা হলেই** তা যে **নীতিমানবাচক হবে, একথা হলফ করে বলা যায় না**। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে প্রত্যেকের ভোটদান করা উচিত' কিংবা 'গণতন্ত্রকে যদি যথাযথভাবে সফল করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকের ভোটদান করা অবশ্যই উচিত'—এই ধরনের বিবৃতির মধ্যে 'উচিত' ও 'অবশ্যই উচিত' শব্দগুলির প্রয়োগ সত্ত্বেও **বিবৃতিগুলি কিন্তু আদৌ নীতিমানবাচক নয়**। সেগুলি হল নিশ্চিতভাবেই অভিজ্ঞতাবাদী বিবৃতি। কারণ, সেগুলির বিষয়বস্তু নিশ্চিতভাবেই অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। তবে একথা সত্য যে, সত্য, ভালো, সুন্দর প্রভৃতির মতো সহজাত মূল্যমান (intrinsic value)-এর দিকে লক্ষ রেখে একটি নীতিমানবাচক বিবৃতি প্রদান করা হয় এবং এরূপ **মূল্যমান হল নিজেই নিজের লক্ষ্য** (end in itself)। অপরদিকে, **একটি অভিজ্ঞতাবাদী বিবৃতির মধ্যে সহায়ক মূল্যমান** (instrumental value) বর্তমান থাকে। এরূপ মূল্যমান **কোনো উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে**। এরূপ বিবৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল—'নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিতভাবে অবশ্যই ব্যায়াম করো' কিংবা 'পরিবেশ দূষণ হ্রাসের জন্য অধিক সংখ্যক বৃক্ষ রোপন করো' ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, কোনো **বিবৃতির বিষয়বস্তুই সেটিকে অভিজ্ঞতামূলক কিংবা নীতিবাচক করে তোলে, তার রূপ বা ধরন (form) নয়**।

কোনো সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়

অনেক সময় 'সত্য বা মিথ্যা', 'ঠিক বা ভুল' প্রভৃতির মতো বিবৃতিকে 'চূড়ান্ত' (absolute) বলে মনে করা হলে সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বলে চিহ্নিত করা হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা এরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবি করেন। কিন্তু বর্তমানে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, **বিজ্ঞানসম্মত নীতি বলে যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলি চূড়ান্তভাবে সত্য বা যথার্থ**—একথা **কেউই হলফ করে বলতে পারেন না**। প্রকৃতি এবং সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলি ততদিনই অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়, যতদিন পর্যন্ত নতুন নীতি আবিষ্কৃত না হচ্ছে। কিন্তু **নতুন নীতি আবিষ্কৃত হলে তথাকথিত অভ্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত নীতি বাতিল** হয়ে যায়। রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য।

উপসংহার

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হত। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে **আচরণবাদী** দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাবের পর এরূপ **দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বলে বিবেচিত** হয়।

তবে সত্তরের দশকের প্রথমদিকে **'আচরণবাদোত্তর বিপ্লব'** (Post-behavioural Revolution) ঘটার কিংবা নয়া **উদারনীতিবাদী** ও **নয়া সমতাবাদী** (Neo-equalitarianism) **তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন** উঠেছে। অনুরূপভাবে, অ্যারিস্টটলের একটি সিদ্ধান্তের কথা **ও. পি. গাউবা** উল্লেখ করেছেন। **অ্যারিস্টটলের** সমকালে গ্রিসে প্রচলিত **দাসপ্রথাকে** তিনিও ন্যায়সংগত বলেই মনে করতেন। তাই তিনি একই অপরাধের জন্য একজন স্বাধীন নাগরিক (freeman) অপেক্ষা একজন দাসকে অনেক বেশি কঠোর শাস্তিদানের কথা বলেছিলেন। কারণ, শাস্তি সম্পর্কে দাসরা তুলনামূলকভাবে অনেক কম অনুভূতিশীল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি** একথা নিশ্চিতভাবেই **প্রমাণ** করতে সক্ষম হয়েছে যে, **শাস্তির ব্যাপারে মানুষ মাত্রেই প্রায় সমভাবেই অনুভূতিশীল**। দাসরাও যেহেতু মানুষ, সেহেতু তাদের সম্পর্কেও একই কথাই প্রযোজ্য। এইভাবে অ্যারিস্টটলের **নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশোধন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে** কোনোভাবেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, **উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিকে পৃথকীকরণের** যে-কোনো প্রয়াস কেবল **অকাম্যই নয়**, তা **ক্ষতিকারকও বটে**। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ও. পি. গাউবা** সংগত কারণেই বলেছেন যে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে **সেতুবন্ধনের জরুরি** প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর ফলে কেবল এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই সমৃদ্ধ হবে না, সেই সঙ্গে মানব সভ্যতার বিকাশও ত্বরান্বিত হবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি (The Historical Approach)

বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক **অ্যালান বলের** মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সনাতন বা সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীনত্বের দিক থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **অ্যালান বল** বলেছেন যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি হল সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অতীত ঘটনাবলির বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির **বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি** হল—[১] এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি **প্রধানত বর্ণনাত্মক** (descriptive) **প্রকৃতিবিশিষ্ট** হওয়ায় ইতিহাসবিদগণ দার্শনিকদের মতো পূর্বানুমানের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। [২] তাঁরা মূলত যেসব সূত্র থেকে **ঐতিহাসিক পর্যালোচনার রসদ সংগ্রহ** করেছিলেন, সেগুলি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা ও প্রশাসকের জীবনী ও স্মৃতিকথা ; সংবাদপত্রে প্রচারিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ ; মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, পুলিশের গোপন রিপোর্ট ইত্যাদি ; পরিব্রাজকের বর্ণনা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। [৩] ঘটনার নিছক বর্ণনা কখনোই প্রকৃত ইতিহাস বলে বিবেচিত হয় না। বিশেষ কোনো ঘটনা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী হতে পারে। এমতাবস্থায় নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে **ইতিহাসবিদেরা সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যে সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন** করেন। তাই অ্যালান বল **ইতিহাসবিদদের 'সমন্বয়-সাধক'** বলে বর্ণনা করেছেন। [৪] ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে মানবসমাজের অতীত

ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে **বর্তমানের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে** যেমন গড়ে তোলা সম্ভব, তেমনি বর্তমানের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন করে **আগামীদিনে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার** কাজে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়। এইভাবে ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে **জেনিংস** (Jennings) ও **ম্যাকিনটোস** (Mackintosh) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার এবং **ম্যাকেঞ্জি** (Mackenzie) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে-মূল্যবান গবেষণা করেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে তার মূল্য অসীম। [৫] রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও **রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা বা তত্ত্বের ইতিহাসও** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে **ল্যাস্কির** *পলিটিক্যাল থট্ ইন ইংল্যান্ড (Political Thought in England)*, **কোকার** (Coker)-এর *রিসেন্ট পলিটিক্যাল থট্ (Recent Political Thought)*, **স্যাবাইন** (Sabine)-এর *এ হিস্ট্রি অব্ পলিটিক্যাল থিওরি (A History of Political Theory)* প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মূল্যায়ন

তবে একথা ঠিক যে, অনেক সময় **রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে একটি দেশ বা জাতির সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা হয় না**। উদাহরণ হিসেবে জেনিংস, ম্যাকিনটোস প্রমুখের রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। এইসব রচনায় ব্রিটিশ জাতির সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অন্বেষণ করা বৃথা। তাই **অ্যালান বল** মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায়শই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রধান প্রধান ঘটনার আলোচনায় পর্যবসিত হয়। তা ছাড়া, সনাতনপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যেভাবে রাজনৈতিক বিষয়সমূহকে আলোচনা করেছেন, সেগুলি কতখানি যথার্থ ইতিহাসভিত্তিক তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ, যে-কোনো ঘটনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যে-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন, তাঁরা তা করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাকে যথার্থ বলে কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁরা ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। ফলে **ইতিহাসের বিকৃতি** ঘটেছে। এভাবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও **অনেক ক্ষেত্রে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত** হয়েছে। সর্বোপরি, মানুষের **রাজনৈতিক জীবনকে সমাজ-নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না**। তাই যে-কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শকে সমগ্র আর্থসামাজিক ইতিহাসের নিরিখেই বিচারবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় তা আংশিক বা অসম্পূর্ণ ইতিহাসে পরিণত হবে। সনাতন বা সাবেকি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মধ্যে এরূপ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব তাঁদের বিশ্লেষণকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করতে যথেষ্ট সাহায্য করে বলে এর **উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তাকে কোনোমতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না**।